সরকারের ‘ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ’ পেলেন মেহেরপুরের মাসুদ রুমী

সাংবাদিকতায় এক অনন্য স্বীকৃতি পেলেন কালের কণ্ঠের চিফ বিজনেস এডিটর মো. মাসুদ রুমী। এভিয়েশন ও পর্যটন খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও নীতিগত উন্নয়ন নিয়ে ধারাবাহিক তিন পর্বের বিশেষ প্রতিবেদন করার জন্য তিনি পেয়েছেন ‘ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ সম্মাননা-২০২৫’।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) ২০১৩ সালে এই ফেলোশিপ চালু করে। এবার মোট ১০ জন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক এ সম্মাননা অর্জন করেন। উলেখযোগ্য বিষয় হলো, মাসুদ রুমীর জন্য এটি তৃতীয়বারের মতো সরকারি এই ফেলোশিপ প্রাপ্তি।

আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ প্রাপকদের হাতে অর্থ চেক ও সনদ তুলে দেন বিটিবি’র পরিচালক ও যুগ্ম সচিব সালেহা বিনতে সিরাজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি)- এর সভাপতি তানজিম আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক বাতেন বিপ্লবসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের এভিয়েশন ও পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফেলোশিপ প্রাপ্ত সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই ৩০টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এসব বিষয় তুলে ধরে জাতীয় আলোচনায় এনেছেন।

সাংবাদিকতায় পথচলা: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার সন্তান মাসুদ রুমী সাংবাদিকতায় ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যবসা, অর্থনীতি, বেসরকারি খাত, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকম, পর্যটন ও উন্নয়ন সাংবাদিকতায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২০০৯ সালের ১ জুলাই কালের কণ্ঠের সূচনালগ্ন থেকে দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি এ পত্রিকায় বিজনেস এডিটর, চিফ বিজনেস এডিটর হিসেবে দায়িত্ব

পালন করছেন। এর আগে তিনি শফিক রেহমান সম্পাদিত দৈনিক যায়যায়দিন-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। এছাড়া দৈনিক নতুন ধারা ও দৈনিক আমাদের সময়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি কাজ করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০, সায়েন্স ওয়ার্ল্ড, শিক্ষা সংবাদসহ নানা গণমাধ্যমে। টেলিভিশনে শফিক রেহমানের জনপ্রিয় আর্ট শো ‘লাল গোলাপ’-এ ও তিনি কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মাসুদ রুমী পেয়েছেন একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা। যুক্তরাষ্ট্রের সিএমও কাউন্সিল কর্তৃক ব্র্যান্ড লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০১২) এবং কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে সম্মুখসারির সাংবাদিক হিসেবে ‘অ্যামচেম ফ্রন্টলাইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড ২০২০’ তার মধ্যে উলেখযোগ্য। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড থেকেও তিনি এর আগে দুবার ফেলোশিপ পেয়েছেন।

মাসুদ রুমী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস (সম্মান) ও প্রথম শ্রেণিতে এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি দেশের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। তার সহকর্মীরা বলেন, সংবাদকে গভীরভাবে দেখা, বিশ্লেষণ করা এবং একইসঙ্গে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করাই তার শক্তি।

মেহেরপুরের এসপি ওএসডি, নতুন এসপি মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী

দেশের সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ছয় পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ ও বদলির আদেশ জানায়। প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, পুলিশ-১ শাখা নম্বর:- ৪৪,০০,০০০০,০৯৪.১৯.০০১.২২-৪০৮ প্রজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে এবং মাকসুদা আকতার খানমকে বদলিকরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ সুপার (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওএসডি) করা হয়েছে।

এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদারকে বরগুনার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পিবিআইয়ের (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকে বাগেরহাটের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের মো. মেনহাজুল আলমকে নরসিংদীর পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলামকে নড়াইলের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নাটোরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত

“মাতৃদুগ্ধকে অগ্রাধিকার দিন, টেকসই সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও জেলা সিভিল সার্জন অফিসের আয়োজনে দিনটি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালির আয়োজন করা হয়।

আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি হাসপাতাল সড়ক

প্রদক্ষিণ শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিটির নেতৃত্ব দেন সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ। পরে সিভিল সার্জন মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় সেবিকা ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুরের নতুন ডিসি

মেহেরপুর, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও খুলনায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। ডিসিদের মধ্যে তিনজনকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শাহিন হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোনার ডিসি করা হয়েছে।

পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহামদ আরেফিনকে কুষ্টিয়া, মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রাম এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার ডিসি করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি এসপির

যদি কারো মোবাইল থেকে অনলাইন ক্যাসিনোর অ্যাপ পাওয়া যায়, সেটাই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে, আদালতে সোপর্দ করবে এবং দুই বছরের কারাদণ্ড, এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে (বিচারের মাধ্যমে)।
এই জন্য আমি সবার মাধ্যমে জানাতে চাই, যদি কারো অনলাইন ক্যাসিনো খেলার কোনো অ্যাপ থাকে, তাহলে সেটি মুছে ফেলুন। আজ থেকে আমরা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করব।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

তিনি আরও জানান, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এ অনলাইন জুয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এ অধ্যাদেশের ২০ ধারায় ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। আমাদের আইন, আমাদের ধর্ম সবই জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। আপনার সন্তানসহ আত্মীয়-স্বজন যাতে অনলাইন জুয়ায় সম্পৃক্ত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন। মোবাইলে জুয়ার অ্যাপ রাখা অপরাধ। তাই সাংবাদিক ও অভিভাবকবৃন্দের নিকট জানানো যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে প্রচারণা চালাবেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মেই আত্মহত্যাকে মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। অনেকে কলহের জেরে আত্মহত্যা করে থাকেন। আমরা এখন থেকে আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নেব। এক্ষেত্রে লাশের পোস্টমর্টেম না করলে নিয়মিত মামলা করা যায় না।
তিনি আরো বলেন, অনেক অভিভাবক তার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সন্তানকে মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আপনার সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। পারিবারিক সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। বেপরোয়া যানবাহন এবং কাগজপত্রবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইভটিজিং, কিশোর গ্যাং এবং স্কুল পালিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় আড্ডা দেওয়া অল্প বয়সে গ্যাং তৈরির মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে বলে জানান তিনি।

পরে, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার বিষয়ে তিনি বলেন, সাইবার জগতের বিভিন্ন অপরাধ যেমন বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে টেলিগ্রাম জালিয়াতি চক্র, বিকাশ প্রতারক চক্র, অনলাইনে কেনাকাটা সংক্রান্ত প্রতারণা চক্রসহ নানা ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের নিয়মিত আইনি সেবা প্রদান করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে সাইবার স্পেসে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া সর্বমোট ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতারণা চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন সময় বিকাশ এবং নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ভুলক্রমে এক নম্বর থেকে অন্য নম্বরে চলে যাওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা সহ সর্বমোট ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা জেলার সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনের সকল সদস্য পেশাদারিত্বের সাথে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুরের তিনটি থানায় ডায়েরিকৃত সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে জুন-জুলাই মাসে সর্বমোট ১২২টি হারানো মোবাইল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর থানার ৪১টি, গাংনী থানার ৬৪টি এবং মুজিবনগর থানার ১৭টি মোবাইল অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধারকৃত ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকার মধ্যে মুজিবনগর থানার মামলায় ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, যা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছিল।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মোঃ আজিজুল হকের ছেলে
ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আলেহীম (৪৫), বাহাগুন্ডা গ্রামের মোঃ ওমর ফারুকের ছেলে মোঃ কাওছার (৪৯) এবং পাবনা সদর আটুয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে মোঃ রুহুল আমীন (৩৫)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ীদের সংগঠন তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যদের ফুল দিয়ে

শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে এডহক কমিটির আহ্বায়ক মোঃ আহসান হাবিব নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, এডহক কমিটির সদস্য সচিব মোঃ আনোয়ারুল হক কালু। এসময় এডহক কমিটির সদস্য মোঃ আফতাব আলী, হাফিজুর রহমান ও আঃ সোহান উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে শপথ নেন হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আলাল মালিথা, সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে আলামিন, সহ-সভাপতি হিসেবে শামীম হাবিব, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে লিটন মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে সাহেব আলী, দফতর সম্পাদক হিসেবে ফেরদৌস আলী, অর্থ সম্পাদক হিসেবে আব্দুল মতিন, ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে আলহামদো শপথ গ্রহণ করেন। নির্বাহী সদস্য ইউনুস আলী, শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও মোঃ স্বপন শপথবাক্য পাঠ করেন।

শপথ গ্রহণ শেষে নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে সমিতির উন্নয়ন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি সমিতির সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছ থেকে নতুন কমিটির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে বসত বাড়ির দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে তার নিজ বাড়ির সামনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নুর ইসলাম নতুন শেখ পাড়ার বাসিন্দা।

নুর ইসলাম তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ২১ আগষ্ট আমার নামে বাড়ি নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করে শারমিন সুলতানা নামের এক নারী। শারমিন সুলতানা আমার সম্পর্কে সাংবাদিকদের যে তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তা মিথ্যা,

ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা বলেছে।

শারমিন, লিপি আক্তার, মিঠুন এবং রিমা খাতুন আমাকে হুমকি-ধামকি দেয়। রিমা বলে, আমাদের পরিবারে আমার স্বামী, ভাই, দুলাভাই, চাচাসহ অনেকে পুলিশে চাকরি করে। সেজন্য তারা ক্ষমতা দেখায়। শারমিনের স্বামী মিঠুন ফেসবুকে বিভিন্ন সময় আপত্তিকর বক্তব্য প্রচার করে যা মানহানিকর।

তারা পৌরসভার প্লান মোতাবেক বাড়ি নির্মাণ না করাই পৌরসভাতে আমি লিখিত অভিযোগ করি। অভিযোগ করার কারণে তারা আমাকে হুমকি-ধামকি দেয় এবং গালিগালাজ করে। এছাড়াও তার আত্মীয় স্বজন পুলিশে চাকরি করে এবং আমাকে দেখে নেবে বলেও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে আমি সদর থানায় একটি জিডি করি। যার নং-১৫৭৮।

পৌরসভা আমাদের উভয়পক্ষকে মীমাংসার জন্য ডাকে কিন্তু তারা পৌরসভার আদেশ অমান্য করে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। অবশেষে আমি বিজ্ঞ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি। আদালত থানার মাধ্যমে ১৪৫ ধারা জারি করে। আদালত নির্দেশ দেয় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। পরে সদর থানার এসআই দেবদাস মন্ডল এসে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তার বাড়ি নির্মাণ করার সময় বাড়ির পিলার সঠিক জায়গায় থাকলেও উপরের ছাদ ১৮ ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়েছে। যা আমার সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছে।

আমি এই ঘটনার সুষ্ঠ সমাধান চাই এবং আদালতের মাধ্যমে এর সমাধান চাই। আদালত যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটিই আমি মেনে নেব।

অস্ট্রেলিয়ায় কাউন্সিলর পদে লড়ছেন মেহেরপুরের মাসুম বিল্লাহ

‘আমরা মাসুম ভাইকে নিয়ে গর্বিত যে বাংলাদেশী একজন প্রবাসে এসে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী একটা শহরে বাংলাদেশী কম হওয়ার পরেও তিনি

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।আমরা আনন্দিত এবং তার সফলতা কামনা করছি।’ অস্ট্রেলিয়ায় কাউন্সিলর পদে লড়ছেন মেহেরপুরের মাসুম বিল্লাহ।

অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যবাহী শহর নর্দান টেরিটোরির এলিস স্প্রিংস এর স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী মাসুম বিল্লাহ। এই নির্বাচনে শহরটিতে বসবাসরত প্রথম কোনো প্রবাসী বাংলাদেশী এবং মুসলিম প্রার্থী যিনি কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মাসুম বিল্লাহ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার বাসিন্দা। তার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। চার বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী মাসুম বিল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশী এবং মুসলিম কমিউনিটির কাছে খুব পরিচিত একটি মুখ। তিনি টাউন কাউন্সিল নির্বাচনে সিটি কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় স্থানীয় বাংলাদেশী এবং মুসলিম কমিউনিটি বেশ উচ্ছ্বসিত।

এলিস স্প্রিংস মুসলিম কমিউনিটির সভাপতি সাইদ মালিক বলেন, ‘আমাদের মুসলিম কমিউনিটি থেকে প্রথম প্রার্থী হিসেবে মাসুম বিল্লাহ কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এজন্য আমরা আনন্দিত এবং আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করছি তাকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য।’

প্রবাসী বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মাসুম ভাইকে নিয়ে গর্বিত যে বাংলাদেশী একজন প্রবাসে এসে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী একটা শহরে বাংলাদেশী কম হওয়ার পরেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমরা আনন্দিত এবং তার সফলতা কামনা করছি।’

জাহিদ মালেক বলেন, ‘সবসময় আমরা ভোট দেই অন্যদেরকে, কিন্তু এবার প্রথম আমাদের নিজস্ব প্রার্থী হওয়াতে আমরা নিজেদের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছি এবং অন্যদের কাছে ভোট চাচ্ছি ও ভোটের প্রচারণা চালাচ্ছি। আমরা আশা করছি আমাদের সফলতা আসবে।’

কাউন্সিলর প্রার্থী মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে স্থানীয় ও প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করবো। প্রবাসী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মিলেমিশে থাকার পরিবেশ তৈরি করার

চেষ্টা করবো এবং বাংলাদেশের সাথে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার এই শহরের একটা সিস্টার কনসার্ন কানেকশন করার চেষ্টা করবো।’

মাসুম জানান, তার প্রধান অগ্রাধিকার থাকবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা, জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং এলিস স্প্রিংস শহরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষা করে বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলা।

উল্লেখ্য, গত ১১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এলিস স্প্রিংস এর স্থানীয় সরকার নির্বাচন, নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হবে ২৩ আগস্ট। শহরটিতে মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার। এবার সাতজন প্রার্থী মেয়র পদে এবং ২৫ জন প্রার্থী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে একজন মেয়র পদে এবং আটজন কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হবেন।

১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয় এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।